নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৫.২১-৬৯৩

তারিখঃ ১৮ পৌষ ১৪২৮ / ০২ জানুয়ারি ২০২২

## পরিপত্র-১০

**বিষয়ঃ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে প্রার্থীগণ কর্তৃক নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৯ নির্ধারিত রয়েছে এবং নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল করার সময়সীমাও উল্লিখিত বিধিমালার বিধি ৫১ এ নির্ধারিত রয়েছে। উক্ত নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা এবং ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশনাসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্টগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

০২। **নির্বাচনি ব্যয়ের সংজ্ঞা:** বিধিমালার বিধি ৪৭ অনুসারে ''নির্বাচন ব্যয়'' বলতে প্রচারপত্র বা প্রকাশনার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে ভোটারগণের নিকট কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অভিমত, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উপস্থাপনের জন্য ব্যয়িত অর্থসহ তার নির্বাচন পরিচালনার জন্য দান, ঋণ, অগ্রিম, জমা বা অন্য কোনভাবে পরিশোধিত অর্থ 'নির্বাচনি ব্যয়' বলে গণ্য হবে, তবে বিধি ১৩ এর অধীন মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রদত্ত জামানত এর অন্তর্ভুক্ত হবেনা।

০৩। **নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা:** বিধিমালার বিধি ৪৯ অনুযায়ী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যক্তিগত খরচ ও নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্বাচনি ব্যয়সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচন ব্যয় নির্বাহের জন্য পরিশোধ করতে পারবেন না। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না। তবে, উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যক্তিগত খরচ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ করতে পারবেন। মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা হবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে-

(ক) ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, অনধিক পাঁচ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পঁচাত্তর হাজার টাকা, পাঁচ লক্ষ এক হতে দশ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা, দশ লক্ষ এক হতে বিশ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বিশ লক্ষ এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন; এবং

(খ) নির্বাচনি ব্যয় বাবদ, অনধিক পাঁচ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পনের লক্ষ টাকা, পাঁচ লক্ষ এক হতে দশ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিশ লক্ষ টাকা, দশ লক্ষ এক হতে বিশ লক্ষ ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং বিশ লক্ষ এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

C:\Users\ecsngw\Desktop\11th Commission Meeting\NarayanGonj City Corporation\PORIPATRA-10.doc

(২) কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে-

(ক) ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, অনধিক পনের হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা, পনের হাজার এক হতে ত্রিশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা, ত্রিশ হাজার এক হতে পঞ্চাশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ত্রিশ হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করতে পারবেন; এবং

(খ) নির্বাচনি ব্যয় বাবদ, অনধিক পনের হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা, পনের হাজার এক হতে ত্রিশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা, ত্রিশ হাজার এক হতে পঞ্চাশ হাজার ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চার লক্ষ টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার এক ও তদূর্ধ্ব ভোটার সম্বলিত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন।

০৪। **নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষণ:** প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্ট বা যেক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তার নির্বাচনি এজেন্ট সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত, বিধি ৫০ এর অনুযায়ী নির্বাচনি ব্যয়ের নিমিত্ত সকল অর্থ তফসিলী ব্যাংকের নির্ধারিত একাউন্ট হতে ব্যয় করতে হবে।

০৫। **প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের হিসাব বিবরণী:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৯ এর উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের হিসাব এবং পরিশোধের বর্ণনা সম্বলিত একটি বিবরণী তার নির্বাচনি এজেন্টের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

০৬। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল:** (১) ব্যয়ের বিবরণী ও সংযুক্ত কাগজপত্র: স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫১ এর উপবিধি (১) অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল গেজেটে প্রকাশিত হবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ফরম ''ণ'' তে নির্বাচনি ব্যয়ের একটি রিটার্ন দাখিল করবেন। উক্ত রিটার্নে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে-

(ক) প্রত্যেক দিনে ব্যয়িত অর্থের সকল বিল ও রসিদসহ একটি বিবরণী;

(খ) বিধি ৫০ এর দফা (ক) এর অধীন খোলা হিসাবে জমাকৃত এবং উত্তোলিত অর্থের ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব বিবরণীর একটি কপি;

(গ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত, যদি থাকে, ব্যক্তিগত খরচের মোট পরিমাণ;

(ঘ) নির্বাচনি এজেন্ট অবহিত আছেন এইরূপ সকল বিতর্কিত দাবির একটি বিবরণী;

(ঙ) নির্বাচনী এজেন্ট অবহিত আছেন এইরূপ সকল অপরিশোধিত দাবির, যদি থাকে, একটি বিবরণী; এবং

(চ) নির্বাচনী খরচের জন্য যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ, উহা প্রাপ্তির প্রমাণসহ ও উক্তরূপ প্রাপ্ত অর্থের প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখ করে একটি বিবরণী।

(২) এফিডেভিটের মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল: বিধি ৫১ এর উপবিধি (২) এর বিধান অনুসারে ৫১ বিধির (১) উপ-বিধি এর অধীন ফরম ''ণ''-এ প্রদত্ত নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের সাথে ফরম-ত এ প্রার্থীর হলফনামা (যেক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং নির্বাচনি এজেন্ট)/ ফরম-ত-১ (যেক্ষেত্রে নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ হলে) ও ফরম-ত-২ (নির্বাচনি এজেন্টের হলফনামা) দাখিল করবেন।

০৭। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন হলফনামাসহ পিডিএফ ফাইল আকারে প্রেরণ:** রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত রিটার্ন নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে। সুতরাং ওয়েব সাইটে প্রকাশের সুবিধার্থে প্রার্থীর ফরম 'ণ' তে দাখিলকৃত রিটার্ন হলফনামাসহ (ফরম-ত অথবা ত-১ ও ত-২) পিডিএফ ফাইল আকারে Black & White রূপে স্ক্যানিং করে প্রেরণ করতে হবে। পিডিএফ ফাইলের নাম ও টেক্সট ফাইল (পূর্বে প্রেরিত প্রার্থীর তথ্যাদি সম্বলিত হলফনামা প্রেরণের অনুরূপ) অনুযায়ী পাঠাতে হবে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

০৮। **দাখিলকৃত বিবরণী/সম্পুরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ ও বিধি ৪৯ এর বিধান লংঘনের শাস্তি:** যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বিধানাবলী ভংগ করে তা হলে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৭০ অনুযায়ী উক্ত বিধানাবলী ভংগের দায়ে বেআইনী আচরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্যূন ০৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

০৯। **প্রার্থীদের অবহিতকরণ:** উপর্যুক্ত নির্দেশ এবং বিধিমালার পদ্ধতিগত নীতি অনুসরণ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যাতে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন এবং এফিডেভিট যথাযথভাবে আপনার নিকট এবং নির্বাচন কমিশনে দাখিল করেন সেই উদ্দেশ্যে এই পরিপত্রের অনুলিপি এবং নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন সম্বলিত ফরম-ণ ও ফরম-ত, ফরম-ত-১ এবং ফরম-ত-২ তে নির্ধারিত এফিডেভিট সম্বলিত ফরম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে বিতরণ করবেন। এছাড়াও উল্লিখিত বিধানাবলী অনুসরণের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করার জন্য একটি নমূনাপত্র এতদসংগে প্রেরণ করছি।

১০। এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২/১/২০২২

( মোঃ আতিয়ার রহমান )
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোনঃ ০২-৫৫০০৭৫২৫
E-mail:sasemc1@gmail.com

প্রাপক :

আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০২২

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৫.২১-৬৯৩

তারিখঃ ১৮ পৌষ ১৪২৮ / ০২ জানুয়ারি ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ................................................ (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব ........................................ (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

১১. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ ও আপিলকারী কর্তৃপক্ষ
১২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ
১৩. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. প্রকল্প পরিচালক, ইভিএম প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৬. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৭. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৮. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার জন্য অনুরোধসহ]
১৯. জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ
২০. পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ
২১. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২২. ..........................................................(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...........................(সংশ্লিষ্ট)
২৪. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, নারায়ণগঞ্জ
২৫. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..................................................................., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৮. উপজেলা/ থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,................................(সংশ্লিষ্ট)
২৯. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা........................................(সংশ্লিষ্ট) থানা।

02/07/2022

( মোহাম্মদ মোরশেদ আলম )
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
Email: sasemc1@gmail.com

নির্বাচন অগ্রাধিকার

অতীব জরুরি

নমুনা পত্র

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়

.............................................

বিষয়: **নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০২২: সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা এবং নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি প্রসংগে**

প্রিয় মহোদয়

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে জারিকৃত পরিপত্র-৯ এর অনুবৃত্তিক্রমে জানাচ্ছি যে, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৪৯ বিধি অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যক্তিগত ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৫১ অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি ব্যয়ের বিবরণী দাখিল সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ পরিপালন করতে হবেঃ

০২। **নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষণ:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫০ অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট এবং যেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীই তার এজেন্ট সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচনি ব্যয় বাবদ সমুদয় অর্থ তফসিলি ব্যাংকের (পূর্ব খোলা) হিসাব হতে ব্যক্তিগত খরচ ব্যতীত সকল নির্বাচনি ব্যয়ের অর্থ খরচ করতে হবে।

০৩। **প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের পরিমাণ ও বিবরণী দাখিল:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৪৯ এর উপ-বিধি (৪) অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সাত দিনের মধ্যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের হিসাব এবং উপ-বিধি (৫) অনুসারে প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্ট, যেইক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ পাঁচশত টাকার নীচে, সেইক্ষেত্রে ব্যতীত, অন্য সকল ক্ষেত্রে, বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত একটি বিল এবং নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব নির্বাচনি এজেন্টের নিকট প্রেরণ করার বিধান রয়েছে এবং তা রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে।

০৪। **নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল:** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫১ অনুসারে পৌরসভার নির্বাচনি ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হবার ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্টকে ''ফরম-ণ'' তে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উল্লিখিত রিটার্নের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তার নির্বাচনি এজেন্ট নির্ধারিত ফরমে যেইক্ষেত্রে প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট নাই সেইক্ষেত্রে প্রার্থীকে স্বয়ং একটি হলফনামা রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। হলফনামা ফরম-ত বা ত-১ বা ত-২ অনুসারে রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। উক্ত বিবরণী দাখিলের সময় ব্যাংক স্টেটমেন্টও দাখিল করতে হবে।

০৫। **নির্বাচনি ব্যয় সম্পর্কিত বিধান লঙ্ঘনের শাস্তি:** যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বিধানাবলী ভংগ করে তা হলে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৭০ এর উপ-বিধি ১(খ) অনুযায়ী উক্ত বিধানাবলী ভংগের দায়ে বেআইনী আচরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্যূন ০৬ মাস ও অনধিক ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

০৬। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৫১ অনুযায়ী নির্বাচনি ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন হলফনামাসহ ফরম-ণ (সংযুক্ত হলফনামা ত, ত-১ ও ত-২ অনুসারে) রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করার জন্য অনুরোধ করছি।

বিনীত

রিটার্নিং অফিসার
নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০২২

**প্রাপকঃ**

১। মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ............................................, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০২২

২। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ..........................................(সকল)
সংরক্ষিত আসন নং-............ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০২২

৩। সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী .............................................(সকল)
সাধারণ আসন নং-............ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০২২